যুগান্তর

তারিখ 22 JAN 2017

# ছয় শিক্ষার্থীর রেকর্ড

**মধুপুর ( টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি**

স্কুল ফাঁকি দেয়ার শৈশব স্মৃতি নেই এমন শিক্ষিতজনের খোঁজ পাওয়া ভার। অজুহাত পেলেই স্কুল কামাই করা শৈশব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। কড়া শিক্ষককে এড়িয়ে চলার সুযোগের ব্যবহার করেনি এমন শিক্ষার্থীও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটি শ্রেণীর এক বছরের ক্লাস নয় টানা সাত শ্রেণীতে সাত সাতটি বছর প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকার রেকর্ড সত্যি অভিভূত হওয়ার মতো। এমন রেকর্ড সৃষ্টি করে পুরস্কার জিতেছে মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (কলেজ পর্যায়ের) ৬ শিক্ষার্থী। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এমন অসাধ্য সাধনকারী এবারের এইচএসসি পরীক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখার জান্নাতুল মাওয়া বকুল, মানবিকের সীমা আক্তার, মার্জিয়া আক্তার মীম, শরীফা আফরিন, শামীম ও সজীব। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিবারের মতো সব পরীক্ষার্থীসহ ওদের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক খাদ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্তমান প্রেসিডিয়াম সদস্য এমপি ড. আবদুর রাজ্জাকের হাত থেকে ওই ছয় শিক্ষার্থী বিশেষ পুরস্কার গ্রহণ করে আন্দোলিত হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এমন অসম্ভব কাজের পেছনের নানা রহস্য ও সুখ-দুঃখের কথা। বিজ্ঞানের জান্নাতুল মাওয়া বকুল প্রাথমিক স্তরেও ক্লাস বাদ না দেয়ার প্রতি বছর পুরস্কার পেয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্য বাবা ও গৃহিণী মায়ের উৎসাহে অসুস্থ শরীরেও ক্লাস করে বকুল চিকিৎসক হওয়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। নবম-দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে নানা, নানি ও দাদির মৃত্যুর ঘটনায় কাজী মার্জিয়া আক্তার মীম ভীষণ শোকাহত হয়েও শোক সয়ে ক্লাসে চলে এসেছে।